দৈনিক
বিপ্লব

তারিখ 26 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

রাবিতে ক্লাস শুরুর পর খুলছে হল

চরম ভোগান্তি নিয়ে রাজশাহী ফিরছে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

আজিবুল হক পার্থ, রবি থেকে : পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে আজ রোববার থেকে পুনরায় চালু হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ক্লাস পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচী অনুযায়ী আজ সকাল আট থেকে খোলা হবে সকল অফিস, সেই সাথে সোয়া আটটা থেকে শুরু হবে ক্লাস। আর ক্লাস শুরুর পরে সকাল ৯টা থেকে খোলা হবে সকল আবাসিক হল। এতে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছে প্রায় ১০ হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী। এই বিড়ম্বনায় চরম ভোগান্তি নিয়ে গতকাল থেকে রাজশাহী ফিরতে শুরু করেছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট থেকে পবিত্র ঈদুল ফিতর, জাতীয় শোক দিবস ও পরে কদরের ছুটি উপলক্ষে ক্লাস বন্ধ হয়। আর অফিস বন্ধ হয় ১৪ আগস্ট। ক্লাস বন্ধের পরে অফিস খোলা থাকা ও পরীক্ষা চলাকালে ১৩ আগস্ট থেকে কয়েকটি হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগে হল বন্ধের পরের দিনেও চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে দিয়েও পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়।

এদিকে পরীক্ষা চলাকালে ও অফিস বন্ধের আগেই হল খালি ও ক্লাস শুরুর পরে হল খোলায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আবাসিক শিক্ষার্থীদের। আবাসিক হল খুলতে দেরি হলে ক্লাস শুরু হওয়ার দুয়েকদিন আগেই রাজশাহীতে ফিরতে শুরু করেছে আবাসিক শিক্ষার্থীরা। আজ সোয়া আটটার ক্লাসকে মাথায় রেখে দুয়েকদিন আগে রাজশাহীতে এসে চরম ভোগান্তি নিয়ে অবস্থান করতে হচ্ছে তাদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আজ (রোববার) অনেক বিভাগেই টিউটোরিয়াল পরীক্ষার দিনধার্য রয়েছে। এতে ঐ সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে আসতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে রাজশাহীতে এসে তারা কোথায় থাকবে আর কোথায় খাবে সেই চিন্তা না করেই ক্লাস পরীক্ষার কথা ভেবে রাজশাহীতে আসতে হচ্ছে।

ক্লাস শুরুর কিছু সময় পরে আবাসিক হল খুললেও ডাইনিং ক্যান্টিন খুলতে সময় লাগবে আরও সপ্তাহ খানেক। ফলে ক্লাস শুরুর পরেও খাওয়া নিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে আবাসিক শিক্ষার্থীদের। পার্শ্ববর্তী এলাকার খাবার হোটেলগুলোতে বাড়তি টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না মানসম্মত খাবার। গতকালও আবাসিক হলসমূহের সবচেয়ে কাছের মার্কেট স্টেশন বাজারে ঘুরে দেখা গেছে, সবগুলো খাবার দোকান এখনও চালু হয়নি। সময়ের কিছু সময় পরে গেলেই হোটেলে পাওয়া যাচ্ছে না খাবার। গতকাল স্টেশন বাজারে খেতে আসা নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জালিম হোসেন খাত জানান, হল না খোলায় বন্ধু মেসে এসে উঠেছি খেতে আসতে একটু দেরি হওয়ায় হোটেলে খাওয়া নেই। এই রকম ভোগান্তি হয়তো আরও কয়েকদিন পোহাতে হবে। প্রতিবার ছুটির সময়ই আমাদের এই রকম ভোগান্তি পোহাতে হয়। প্রশাসন আমাদের এই ভোগান্তির দিকে কোন দৃষ্টিপাত করছে না। একটু সচেতন হয়ে শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে হল বন্ধ ও খোলার সিদ্ধান্ত নিলে এবং ডাইনিং পরিচালনায় নির্দেশনা দিলে এই ভোগান্তি পোহাতে হয় না।

থাকা আর খাওয়ার এই চরম সংকট নিয়ে রাজশাহীতে এসেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরা। ইনফরমেশন সাইন্স ও লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান জানান, টিউটোরিয়াল পরীক্ষার কারণে আজকের ক্লাসে আসতেই হচ্ছে। ফলে একদিন আগেই রাজশাহীতে এসে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। থাকা আর খাওয়ার যে কষ্ট প্রশাসন একটু সচেতন হয়ে ক্লাস শুরুর একদিন আগে অন্তত হলগুলো খুললে আমাদের এই ভোগান্তি পোহাতে হতো না।

তবে হল বন্ধের ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর একদিন পরে আবাসিক হল বন্ধ করলে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে একটি ভোজের আয়োজন করতে হতো। এজন্য শিক্ষার্থী দুর্ভোগ হলেও একদিন আগে হল বন্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রতিবছরই আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের ইফতারি করানো হতো। গত দুই বছরে ১৫ আগস্টে রমজান হওয়ায় শোক দিবসে ইফতারি করানো হতো। এ বছরে সেই অজুহাতে কোন আবাসিক হলে ইফতারি করানো হয়নি।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এসব ভোগান্তির কথা চিন্তা না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেও তা শিক্ষার্থীদের কল্যাণেই করা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে। তবে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির দায় নিতে চায়নি কোন দপ্তর। যোগাযোগ করা হলে আবাসিক হলের প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রফেসর ফেরদৌসি খাতুন বলেন, হল বন্ধের সিদ্ধান্ত এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে। আমরা সেই নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করছি। অন্যদিকে এক কর্মকর্তা রেজিস্ট্রার দফতরের নির্দেশনার কথা স্বীকার করলেও তা প্রভোস্ট কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. এমএ বারী বলেন, ক্লাস শুরুর কথা থাকলেই তো আর কথা হবে না। আর হলেও এতে কিছু হবে না। প্রভোস্ট কাউন্সিলের সুপারিশ মোতাবেক আমরা হল খালির নির্দেশ দিয়েছি। ঐ দিন বেলা ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা থাকার বিষয়টি স্বীকার করে রেজিস্ট্রার বলেন, আমরা ১৪ আগস্ট বিকেলে হল খালির কথা বলেছিলাম। কিন্তু ১৩ আগস্ট বিকেলে হল খালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা এ ধরনের নির্দেশনা দেইনি এটা প্রভোস্টদের ব্যাপার। প্রভোস্টরা আরও বেশিদিন হল খালি রাখতে চেয়েছিল আমরা তা কমিয়ে দিয়েছে।